

১। নিচের কোনটি ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি?

(ক) হ*

(খ) ষ

(গ) জ

(ঘ) প

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- হ।
- শ, ষ, স, হ- এ চারটি ধ্বনিকে উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি বলে।
- শ, ষ, স- এ তিনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ।
- কিন্তু 'হ' হলো ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।
- ক-ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনি বলে।
- বর্গীয় ধ্বনি বা বর্ণের ১ম বর্ণ ও ৩য় বর্ণ অল্পপ্রাণ হয়। যেমন: ক, গ, চ, জ, প। এগুলোর মধ্যে ক, চ, প হলো অঘোষ এবং গ, জ হলো ঘোষ ধ্বনি।
- যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন: খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।
- যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন: ক, গ, চ, জ, শ, স, ষ ইত্যাদি।
- ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে তাকে ঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন: গ, ঘ, জ, ঝ, হ ইত্যাদি।
- ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত না হলে তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন: ক, খ, প, শ, ষ, স ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন)।

২। সাধু রীতির জন্ম হয় কত শতকে?

(ক) ১৮ শতকে

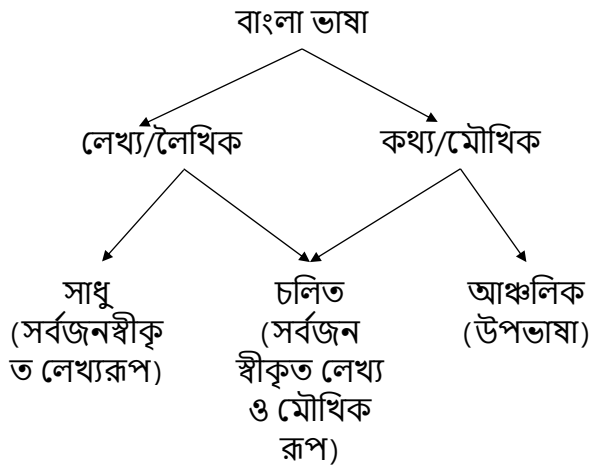
(খ) ২০ শতকে

(গ) ১৯ শতকে*

(ঘ) ১৭ শতকে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- ১৯ শতকে।
- অধিকাংশ ভাষার দুটি রীতি থাকে। যথা: ১. কথ্য ভাষা রীতি ২. লেখ্যভাষা রীতি।
- বাংলা ভাষায় লিখিত আদি গ্রন্থ- চর্যাপদ।
- 'চর্যাপদ' লেখ্য বাংলা ভাষার কাব্যরীতিতে লেখা।
- উনিশ শতকের সূচনায় গদ্যরীতি সাধুরীতির জন্ম দেয়।
- বিশ শতকের সূচনায় সাধুরীতির পাশাপাশি চলিত রীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
- কথ্য ভাষা রীতি ও লেখ্য ভাষা রীতির রয়েছে দুটি করে রীতি। নিচে দেওয়া হলো:



- একুশ শতকের সূচনায় চলিত রীতির একটি আদর্শ রূপ প্রমিতরীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (৯ম-১০ম শ্রেণী পুরাতন/নতুন)।

৩। বাংলা উপভাষার প্রধান শাখা কয়টি?

(ক) ৬টি

(খ) ৩টি

(গ) ৫টি*

(ঘ) ৭টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- ৫টি।
- বাংলা ভাষার অঞ্চলভেদে যে পার্থক্য দেখা যায় তাকে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বলে। অর্থাৎ, ভাষার আঞ্চলিক রূপের বৈচিত্র্যকে আঞ্চলিক বা উপভাষা বলে।
- বাংলা ভাষার উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— রাঢ়ি, বাঙালি, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষা।
- রাঢ়ি উপভাষা: কলকাতা, চব্বিশপরগণা, হাওড়া, নদীয়া, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।
- বাঙালি উপভাষা: ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।
- বরেন্দ্রী উপভাষা: রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, বগুড়া, নওগা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।
- কামরূপী উপভাষা: রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহার দেখা যায়।
- ঝাড়খণ্ডী উপভাষা: মানভূম, সিংহভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদেনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত।

৪। অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি?

(ক) টপাটপ

(খ) মুলো

(গ) পোক্ত

(ঘ) মাইর*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- মাইর।

- পরের ই-কার বা উ-কার আগে উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন—
 - * মারি > মাইর
 - * আজি > আইজ
 - * সাধু > সাউধ
 - * চারি > চাইর ইত্যাদি
- টপাটপ হলো অসমীকরণের উদাহরণ। এরূপ আরও— ধপাধপ।
- মুলো (মুলা) হলো স্বরসঙ্গতির উদাহরণ।
- আরও উদাহরণ হলো—
 - * দেশি > দিশি
 - * বিলাতি > বিলিতি
 - * মোজা > মুজো ইত্যাদি
- পোক্ত (পোখ্ত) হলো অন্ত্যস্বরাগমের উদাহরণ। এরূপ আরও হলো—
 - * দিশ > দিশা
 - * বেঞ্চ > বেঞ্চি
 - * সত্য > সতি ইত্যাদি

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন)।

৫। নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ?

- (ক) লাফ > ফাল
- (খ) লাল > নাল*
- (গ) কাঁদনা > কান্না
- (ঘ) ফাল্গুন > ফাগুন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর— নাল।
- দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন—
 - * লাল > নাল
 - * শরীর > শরীল ইত্যাদি
- ফাল (লাফ) হলো ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ। এরূপ আরও—
 - * বাক্স > বাস্ক
 - * রিক্সা > রিস্কা

- * পিচাচ > পিচাশ ইত্যাদি
- কান্না (কাঁদনা) হলো সমীভবনের উদাহরণ। এরূপ আরও—
 - * জন্ম > জন্ম।
- ফাগুন (ফাল্গুন) হলো অন্তর্ভুক্তির উদাহরণ। এরূপ আরও—
 - * ফলাহার > ফলার
 - * আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম, শ্রেণী পুরাতন)।

৬। 'অগুরু > অগ্র' কিসের উদাহরণ?

- (ক) সম্প্রকর্ষ*
- (খ) আদি স্বরাগম
- (গ) মধ্যস্বরাগম
- (ঘ) অন্ত্যস্বরাগম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর অগুরু > অগ্র সম্প্রকর্ষের উদাহরণ।
- দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের কোনো স্বরধ্বনি লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন—
 - * অগুরু > অগ্র
 - * জানালা > জানুলা
 - * আশা > আশ ইত্যাদি
- আদি স্বরাগম:
 - * স্কুল > ইস্কুল
 - * স্টেশন > ইস্টিশন ইত্যাদি
- মধ্যস্বরাগম:
 - * রত্ন > রতন (অ ধ্বনি আসছে)
 - * ক্লিপ > কিলিপ (ই ধ্বনি আসছে)
 - * মুক্তা > মুকুতা (উ ধ্বনি আসছে)
- অন্ত্যস্বরাগম:
 - * বেঞ্চ > বেঞ্চি (ই ধ্বনি আসছে)
 - * সত্য > সত্যি (ই ধ্বনি আসছে)

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণী পুরাতন)।

৭। নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?

- (ক) তক্ষর*
- (খ) মনোহর
- (গ) অহর্নিশ
- (ঘ) সংস্কৃত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: তৎ + কর = তক্ষর নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি।
- আরও কতগুলো নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি— আ + চর্য = আশ্চর্য, গো + পদ = গোষ্পদ, বন + পতি = বনস্পতি, পর্ + পর = পরস্পর, পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি ইত্যাদি।
- মনঃ + হর = মনোহর বিসর্গ সন্ধি এরূপ আরও— তিরঃ + ধান = তিরোধান, তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।
- অহঃ + নিশা = অহর্নিশ হলো বিশেষ বিসর্গ সন্ধি। এরূপ আরও— বাচঃ + পতি = বাচসপতি, ভাঃ + কর = ভাক্ষর, অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি।
- সম্ + কৃত = সংস্কৃত হলো বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি। এরূপ আরও— পরি + কার = পরিষ্কার, উৎ + স্থান = উৎস্থান, উৎ + স্থাপন = উৎস্থাপন ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন)।

৮। নিচের কোনটি বিশেষ নিয়মে সঠিক সন্ধি?

- (ক) বনস্পতি
- (খ) ষোড়শ
- (গ) পরস্পর
- (ঘ) সংস্কার*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: সংস্কার।
- বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধি—
 - * উৎ + স্থান = উৎস্থান
 - * সম্ + কার = সংস্কার

- * উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
- * সম্ + কৃত = সংস্কৃত
- * পরি + কার = পরিক্ষার
- * বনস্পতি (বন্ + পতি), ষোড়শ (ষট্ + দশ), পরস্পর (পর্ + পর)
হলো নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন)।

৯। 'সপ্তখণ্ড রামায়ণ' বাগধারার অর্থ কী?

- (ক) রামায়ণের সাত পর্ব
- (খ) রামায়ণে বর্ণিত বৃক্ষ
- (গ) রামায়ণে বর্ণিত সাতটি সমুদ্র
- (ঘ) বৃহৎ বিষয়*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: 'সপ্তখণ্ড রামায়ণ' বাগধারা অর্থ বৃহৎ বিষয়।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা—
 - * কথার তুবড়ি—ফাঁকা বুলি
 - * কলির সন্ধ্যা—দুঃখের শুরু
 - * চোরাবালি—প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ
 - * দক্ষযজ্ঞ—প্রবল অশান্তি
 - * পায়ালভারি—অহংকার
 - * ভানুমতির খেল—কুহক বিদ্যা ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)।

১০। 'পার্থক্য' বোঝাতে কোন বাগধারা ব্যবহৃত হয়?

- (ক) আকাশ পাতাল
- (খ) আকাশে তোলা
- (গ) ইতর বিশেষ*
- (ঘ) ইঁচড়ে পাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: 'ইতর বিশেষ'—বাগধারার অর্থ পার্থক্য।
- আকাশ পাতাল—প্রচুর ব্যবধান।

- আকাশে তোলা—অতিরিক্ত প্রশংসা করা।
- ইঁচড়ে পাকা—অকালপক্ব।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম, শ্রেণী পুরাতন)।

১১। নিচের কোন শব্দে তৎসম উপসর্গের ব্যবহার হয়েছে?

- (ক) নিদাঘ*
- (খ) বিনামা
- (গ) নিলাজ
- (ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: 'নিদাঘ' শব্দে তৎসম উপসর্গ 'নি' ব্যবহৃত হয়েছে।
- বিনামা, নিলাজ শব্দের 'বি' ও 'নি' বাংলা উপসর্গ।
- আ, সু, বি, নি- এই চারটি উপসর্গ বাংলা ও তৎসম উভয়তেই আছে।
- সুতরাং আ, সু, বি, নি কোন উপসর্গ হবে, তা চেনার সহজ উপায় হলো— শব্দ যদি বাংলা হয়, উপসর্গ হবে বাংলা।
- আর শব্দ যদি তৎসম হয় তাহলে উপসর্গ হবে তৎসম।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম, শ্রেণী পুরাতন)।

১২। নিচের কোনটি বাংলা স্বরসন্ধি নয়?

- (ক) রূপালি
- (খ) শাঁখারি
- (গ) ধনিক
- (ঘ) আশাতীত*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: আশাতীত।
- রূপা + আলি = রূপালি, শাঁখা + আরি = শাঁখারি ও ধনি + এক = ধনিক হলো বাংলা স্বরসন্ধির উদাহরণ।
- বাংলা স্বরসন্ধি বা তৎসম স্বরসন্ধি চেনার সহজ উপায় হলো— শব্দ বাংলা হলে বাংলা স্বরসন্ধি এবং শব্দ তৎসম হলে তৎসম স্বরসন্ধি।

- কিছু বাংলা স্বরসন্ধি: শত + এক = শতেক, কতেক, মিথ্যা + উক = মিথ্যুক, হিংসুক, কুড়ি + এক = কুড়িক, গুটিক ইত্যাদি।
- কিছু তৎসম স্বরসন্ধি: নর + অধম = নরাধম, হিমাচল, হিম + আলয় = হিমালয়, রত্নকর, যথা + অর্থ = যথার্থ, কথামৃত, বিদ্যা + আল = বিদ্যালয়, মহাশয় ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম, শ্রেণী পুরাতন)।

Question – 7

১৩। ‘মোলায়েম’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

- (ক) ফারসি
- (খ) ফরাসি
- (গ) তুর্কি
- (ঘ) আরবি*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মোলায়েম শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে।
- আরবি শব্দঃ মোলায়েম, ময়নাতদন্ত, তছরুপ, তদবির, তহবিল, তাজিয়া, তাজ্জব, তওবা, যাকাত, হজ্জ, খারিজ, গায়েব, নগদ ইত্যাদি।
- ফারসি শব্দঃ আইন, আওয়াজ, আয়না, একতারা, কাগজ, খোদা, গুনাহ, দোষখ, নামাজ, দরজা, দরখাস্ত, দোকান, চরকি ইত্যাদি।
- ফরাসি শব্দঃ কুপন, কার্তুজ, ক্যাফে, ওলন্দাজ, বিস্কুট, রেনেসাঁস, রেস্তরাঁ, বুর্জোয়া ইত্যাদি।
- তুর্কি শব্দঃ উজবুক, বাবা, বিবি, বেগম, লাশ, সওগাত, চাকু, কুলি, কোর্মা, খাতুন, আলখাল্লা ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: উচ্চতর বাংলা ভাষারীতি (ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ)

১৪। নিচের কোনটি ফারসি শব্দ?

- (ক) বেহালা
- (খ) একতারা*
- (গ) সিয়েটার
- (ঘ) উম্পাত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- একতারা ফারসি শব্দ।
- ফারসি শব্দঃ একতারা, আরাম, আসমান, আন্দাজ, খানসামা, চর্বি, দরবার, দরজা, নালিশ, পাঁয়তারা, বন্দর ইত্যাদি।
- পর্তুগিজ শব্দঃ বেহালা, বারান্দা, আনারস, আলপিন, আলমারি, আলকাতরা, কেদারা, জানালা, রোমা, মালঞ্চ, সাবান, ইস্পাত ইত্যাদি।
- ইংরেজি শব্দঃ থিয়েটার, অফিস, এজেন্ট, কফি, কেটলি, মিটার, ফুটবল, কলেজ ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: উচ্চতর বাংলা ভাষারীতি (ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ)

১৫। সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে কোন সমাস হয়?

- (ক) উপমান কর্মধারয়
- (খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
- (গ) উপমিত কর্মধারয়*
- (ঘ) রূপক কর্মধারয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপমিত কর্মধারয় সমাসে সাধারণ গুণের উল্লেখ করা হয় না।
এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটি অনুমান করে নেওয়া হয়। যেমনঃ-
 - মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র।
 - পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ।
- উপমান কর্মধারয়ঃ উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুর যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। এক্ষেত্রে একটি সাধারণ গুণ বা ধর্ম থাকে। যেমনঃ-
 - ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ
 - তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র
 - অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা ইত্যাদি।
- মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ যে কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্য লোপ পেয়ে সমাস হয় তাকে মধ্যপদলোপী সমাস বলে। যেমনঃ
 - সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
 - সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্য সভা ইত্যাদি।

- রূপক কর্মধারয়ঃ উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন-
 - ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল
 - বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম, শ্রেণী পুরাতন)

১৬। নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাস নয়?

- (ক) চিকিৎসাশাস্ত্র
- (খ) মহারাজ
- (গ) বীজবোনা*
- (ঘ) খাসমহল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বীজবোনা (বীজকে বোনা, দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।
- এরূপ আরও –
 - দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত
 - চিরকাল ব্যাপিয়া = চিরসুখী ইত্যাদি।
- চিকিৎসাশাস্ত্র (চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্র), মহারাজ (মহান যে রাজা), খাসমহল (খাস যে মহল) -তিনটিই কর্মধারয় সমাস।

১৭। 'ভোজনপটু' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?

- (ক) কর্মধারয়
- (খ) দ্বন্দ্ব
- (গ) বহুব্রীহি
- (ঘ) তৎপুরুষ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভোজনপটু (ভোজনে পটু) হলো সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।
- তৎপুরুষ সমাসের আরও উদাহরণ:
 - মনে মরা = মনমরা
 - গাছে পাকা = গাছপাকা
 - গোলাতে ভরা = গোলাভরা ইত্যাদি।
- কর্মধারয় সমাস:
 - নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম

- যে চালাক সে চতুর = চালাকচতুর
- মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান
- মন রূপ মাঝি = মনমাঝি ইত্যাদি।
- দ্বন্দ্ব সমাস:
 - মা ও বাবা = মা-বাবা
 - অহি ও নকুল = অহি-নকুল
 - আয় ও ব্যয় = আয়-ব্যয়
 - আসল ও নকল = আসল-নকল
 - জলে ও স্থলে = জলে-স্থলে ইত্যাদি।
- বহুব্রীহি সমাস:
 - হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি
 - কানে কানে যে কথা = কানাকানি
 - সমান যে কর্মী = সহকর্মী
 - হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

১৮। নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?

- (ক) মাটি
- (খ) নারিকেল*
- (গ) গেরাম
- (ঘ) চামার

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'নারিকেল' তৎসম শব্দ।
- তৎসম শব্দ: নারিকেল, নদী, পুষ্প, মেঘ, নক্ষত্র, পত্র, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, কিংবা, ভবন, ধর্ম, পাত্র ইত্যাদি।
- তদ্ভব শব্দ: চামার, মাটি, পুকুর, মা ইত্যাদি।
- অর্ধ-তৎসম শব্দ: গেরাম, গিনি, নেমন্তন্ন, পেন্নাম, সূর্য্য ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: আধুনিক বাংলা অভিধান (বাংলা একাডেমি), প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)।

১৯। নিচের কোনটি হিন্দি শব্দ নয়?

- (ক) চানাচুর

(খ) কাহিনি

(গ) ঝানু*

(ঘ) পানি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঝানু দেশি শব্দ।
- দেশি শব্দ: ঝানু, ডিঙ্গি, নৌকা, ঝিনুক, কাতলা, খোকা, খুকি, গাঁদা, কচি, কুড়ি দোয়েল, ফিঙে, ছাল ইত্যাদি।
- চানাচুর, কাহিনি, পানি হিন্দি শব্দ।

তথ্যসূত্র: উচ্চতর বাংলা ভাষারীতি (ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ)।

২০। নিচের কোনটি প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস?

(ক) একগুঁয়ে

(খ) দোটানা

(গ) নি-খরচে

(ঘ) সব কয়টি*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সব কয়টি প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস।
- যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদ আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত হয় তাকে বলে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস। যেমন—
 - * এক দিকে গোঁ যার = একগুঁয়ে
 - * দুই দিকে টান যার = দোটানা
 - * নিঃ (নেই) খরচ যার = নি-খরচে
 - * এক দিকে চোখ যার = একচোখা
 - * ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো ইত্যাদি
- আরও কিছু বহুব্রীহি সমাস—
 - * দশ আনন যার = দশানন
 - * পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ
 - * কানে কানে যে কথা = কানাকানি
 - * খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ
 - * আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ), বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন)।

২১। কৃষ্টি 'শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয়-

- (ক) $\sqrt{\text{কৃষ্}} + \text{তি}^*$
- (খ) $\sqrt{\text{কৃষ্}} + \text{টি}$
- (গ) $\sqrt{\text{কৃ}} + \text{ইষ্টি}$
- (ঘ) $\sqrt{\text{কৃষ্}} + \text{ইষ্টি}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ কৃষ্টি। 'তি' (ক্তি) প্রত্যয় যোগে গঠিত 'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় $\sqrt{\text{কৃষ্}} + \text{তি}$ ।
- আরও কিছু উদাহরণ- $\sqrt{\text{দৃশ্}} + \text{তি} = \text{দৃষ্টি}$; $\sqrt{\text{শ্রম্}} + \text{তি} = \text{শ্রান্তি}$, $\sqrt{\text{ভজ}} + \text{তি} = \text{ভক্তি}$, $\sqrt{\text{মুচ}} + \text{তি} = \text{মুক্তি}$, $\sqrt{\text{বচ্}} + \text{ক্তি} = \text{উক্তি}$ ইত্যাদি।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন)

২২। নিচের কোনটি বাংলা কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ?

- (ক) খেলনা*
- (খ) বেদনা
- (গ) লিখিত
- (ঘ) কারক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- $\sqrt{\text{খেল}} + \text{অনা} = \text{খেলনা}$ হলো বাংলা কৃৎ প্রত্যয়।
- বাংলা কৃৎ প্রত্যয় 'অনা' যোগে গঠিত শব্দ; যথা: $\sqrt{\text{খেল}} + \text{অনা} = \text{খেলনা}$; $\sqrt{\text{দুল্}} + \text{অনা} = \text{দুলনা} > \text{দোলনা}$ ইত্যাদি।
- $\sqrt{\text{কৃ}} + \text{অক} = \text{কারক}$, $\sqrt{\text{লিখ}} + \text{ত} = \text{লিখিত}$ ও $\sqrt{\text{বিদ}} + \text{অন} + \text{আ} = \text{বেদনা}$ হলো সংস্কৃত প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ।
- প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা - কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়।
- ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল।
- প্রকৃতি দুই প্রকার। যথা- নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

২৩। 'দীপ্যমান' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় কী হবে?

(ক) √দিপ+শানচ

(খ) √দীপ্য+শানচ

(গ) √দীপ্+শানচ্*

(ঘ) √দিপ্য+মান

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-√দীপ্+ শানচ্=দীপ্যমান শব্দটি সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় শানচ্ (শ ও চ ইং হয় এবং 'আন' বিকল্পে মান থাকে) যোগে গঠিত।
- এরূপ- √চল্+ইষ্ণু=চলিষ্ণু। এরূপ-ক্ষয়িষ্ণু, বর্ধিষ্ণু।
- বর-প্রত্যয়: √ঈশ্+বর=ঈশ্বর, √ভাস্+বর=ভাস্বর, এরূপ নশ্বর, স্থাবর ইত্যাদি।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

২৪। অল-প্রত্যয় যোগে গঠিত ব্যতিক্রম কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ কোনটি?

(ক) ক্ষয়

(খ) ভেদ

(গ) বধ*

(ঘ) বিনয়

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-√হণ্+অল্=বধ হলো অল-প্রত্যয়ের ব্যতিক্রম উদাহরণ।
- সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের নিয়ম অনুযায়ী 'অল' প্রত্যয় (ল, ইং, অ থাকে) যোগে গঠিত শব্দ- √ক্ষি+অল্=ক্ষয়, √ভিদ্+অল্=ভেদ, বি+√নী+অল্=বিনয়।
- এরূপ -√জি+অল্=জয়, √ভী+অল্=ভয়, নি+√চি+অল্=নিচয় ইত্যাদি।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

২৫। শব্দের সঙ্গে (অ) প্রত্যয় যুক্ত হলে মূল স্বরের কী হয়?

(ক) হ্রস্ব

(খ) নাসিক্য

(গ) বৃদ্ধি*

(ঘ) কোনোটিই নয়।

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর-বৃদ্ধি।

- সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের নিয়ম অনুযায়ী – যে শব্দের সঙ্গে (অ) - প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন-নগর+ঋ=নাগর, মধুর+ঋ=মাধুর্য ইত্যাদি।
- বৃদ্ধি: ১) অ-স্থানে আ, ২) ই, ঈ স্থানে ঐ ৩) উ, ঊ স্থানে ঔ এবং ৪) ঋ - স্থানে আর হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।
- যে শব্দের সঙ্গে ঋ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপাদিকের অন্ত্যস্বরের উ-কারও ও-কারে পরিণত হয়। ও+অ সন্ধিতে 'অব' হয়। যথা-গুরু+ঋ=গৌরব, লঘু+ঋ=লাঘব, শিশু+ঋ=শৈশব, মধু+ঋ=মাধব, মনু+ঋ=মানব ইত্যাদি।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

২৬। 'যা দমন করা যায় না' - এক কথায় বলে-

- (ক) দুর্নিবার
- (খ) দুর্দমনীয়
- (গ) অদম্য*
- (ঘ) অনিবার্য

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর-'যা দমন করা যায় না' - এক কথায় হবে অদম্য।

- যা নিবারণ করা কষ্টকর-দুর্নিবার
- যা দমন করা কষ্টকর-দুর্দমনীয়
- কোনোভাবেই যা নিবারণ করা যায় না-অনিবার্য।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

২৭। 'অনুকরণ করার ইচ্ছা' এর বাক্যসংকোচন হবে-

- (ক) অনুচিকীর্ষ
- (খ) অপচিকীর্ষা
- (গ) অনুচিকীর্ষা*
- (ঘ) উপচিকীর্ষা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর-অনুচিকীর্ষা

- অনুকরণ করার ইচ্ছা-অনুচিকীর্ষা
- অনুচিকীর্ষু: অনুকরণ করতে ইচ্ছুক
- অপচিকীর্ষা: অপকার করার ইচ্ছা
- উপচিকীর্ষা: উপকার করার ইচ্ছা।

আরও কিছু এককথায় প্রকাশ দেওয়া হলো:

- ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি-ইতিহাসবেত্তা
- উপকারীর উপকার করে যে-কৃতজ্ঞ
- উপকারীর অপকার করে যে-কৃতঘ্ন
- উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে-অকৃতজ্ঞ
- আহ্বান করা হয়েছে যাকে-আহূত

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

২৮। 'যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে'- এককথায় হবে-

- (ক) পন্ডিতম্ভ্য
- (খ) ভূয়োদর্শী
- (গ) প্রত্যুৎপন্নমতি*
- (ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: প্রত্যুৎপন্নমতি।

- যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে-প্রত্যুৎপন্নমতি
- পন্ডিতম্ভ্য: আপনাকে যে পন্ডিত মনে করে: প্রত্যুৎপন্নমতি
- ভূয়োদর্শী: বহু দেখেছে যে।

আরও কিছু এককথায় প্রকাশ দেওয়া হলো:

- অক্ষির সমক্ষে বর্তমান-প্রত্যক্ষ।
- নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার-নশ্বর
- যা পূর্বে ছিল এখন নেই-ভূতপূর্ব
- যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়-নাতিশীতোষ্ণ
- লাভ করার ইচ্ছা-লিপ্সা।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন)।

২৯। 'মুক্তি'-শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কী হবে?

(ক) $\sqrt{\text{মুক}} + \text{ক্তি}$

(খ) $\sqrt{\text{মুক}} + \text{তি}$

(গ) $\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{ক্তি}^*$

(ঘ) $\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{তি}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর- $\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{ক্তি} = \text{মুক্তি}$

- সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের নিয়ম অনুযায়ী -ক্তি প্রত্যয়ের আগে চ ও জ থাকলে তা ক-তে পরিণত হয়।
- যেমন: $\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{ক্তি} = \text{মুক্তি}$
- $\sqrt{\text{বচ্}} + \text{ক্তি} = \text{মুক্তি}$
- $\sqrt{\text{ভজ্}} + \text{ক্তি} = \text{ভুক্তি}$ ইত্যাদি

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন)।

৩০। 'লব্ধ' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

(ক) $\sqrt{\text{লব}} + \text{ক্ত}$

(খ) $\sqrt{\text{লভ্}} + \text{ধ}$

(গ) $\sqrt{\text{লভ}} + \text{ক্ত}^*$

(ঘ) $\sqrt{\text{লভ্}} + \text{ধ} + \text{অ}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: $\sqrt{\text{লভ্}} + \text{ক্ত} = \text{লব্ধ}$

- ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। এখানে এরূপ কয়েকটি প্রকৃতি-প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো-

✓ $\text{লভ} + \text{ক্ত} = \text{লব্ধ}$

✓ $\text{গম্} + \text{ক্ত} = \text{গর্ত}$

✓ $\text{গ্রন্থ্} + \text{ক্ত} = \text{গ্রন্থিত}$

✓ $\text{ছিদ্} + \text{ক্ত} = \text{ছিন্ন}$

✓ $\text{দহ্} + \text{ক্ত} = \text{দগ্ধ}$

✓ $\text{বচ্} + \text{ক্ত} = \text{উক্ত}$

✓ $\text{বপ্} + \text{ক্ত} = \text{মুগ্ধ}$

✓ $\text{যুধ্} + \text{ক্ত} = \text{যুদ্ধ}$ ইত্যাদি

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

৩১। নিচের কোনটি ভিন্ন নিয়মের প্রত্যয়?

(ক) পূজক*

(খ) লেখক

(গ) গায়ক

(ঘ) নায়ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর-পূজক।

- গক -প্রত্যয় পরে থাকলে গিজন্তু ধাতুর 'ই' কারের লোপ হয়। যেমন-
√পূজি+গক=পূজক। এরূপ-জনক, চালক,স্তাবক।
- সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় গক-এ (গ ইৎ হয় এবং অক থাকে) মূলস্বরের বৃদ্ধি হয়ে স্থানে 'আ' হয় (যেমন-
√নী+অক=নায়ক
√গৈ+অক=গায়ক
√লিখ্+গক=লেখক ইত্যাদি।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম/১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

৩২। দ্বন্দ্ব সমাসে কোন পদের অর্থ প্রাধান্য পায়?

(ক) পূর্বপদ

(খ) পরপদ

(গ) উভয়পদ *

(ঘ) অন্যপদ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দ্বন্দ্ব সমাসে উভয়পদের প্রাধান্য থাকে। যেমন: আলো ও ছায়া = আলো-ছায়া। এখানে পূর্বপদ আলো এবং পরপদ ছায়া প্রাধান্য দিয়ে সমস্ত পদ আলো-ছায়া এবং ব্যাসবাক্য আলো ও ছায়া গঠিত হয়েছে।
- অপরদিকে, পূর্বপদ প্রধান সমাস হলো অব্যয়ীভাব সমাস।
- পরপদ প্রাধান্য পায় কর্মধারয়, তৎপুরুষ এবং দ্বিগু সমাসে।
- পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই প্রাধান্য না পেয়ে বহুব্রীহি সমাসে তৃতীয় কোনো ভিন্ন পদ প্রাধান্য পায়।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি, (পুরাতন সংস্করণ)।

৩৩। কোন সমাসের সমস্তপদে বিভক্তি লোপ পায়?

- (ক) দ্বন্দ্ব সমাস
- (খ) কর্মধারয় সমাস
- (গ) বহুব্রীহি সমাস
- (ঘ) তৎপুরুষ সমাস *

বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- তৎপুরুষ সমাসের সমস্তপদের পূর্বপদে বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। যেমন: মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা। এখানে 'দিয়ে' বিভক্তি (তৃতীয়া) লোপ পেয়েছে।
- অপরদিকে, দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং সমস্তপদে এগুলো লোপ পায়। যেমন: আয় ও ব্যয় = আয়-ব্যয়।
- কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে যে, যিনি, যেটি ব্যবহৃত হয়। যেমন: মহান যে রাজা = মহারাজ।
- বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে যার, যাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: নীল অশ্বর যার = নীলাশ্বর।
- দ্বিগু সমাসের ব্যাসবাক্যে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং সমাহার শব্দটির উল্লেখ থাকে। যেমন: শত বর্ষের সমাহার = শতবার্ষিকী।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি, পুরাতন সংস্করণ)।

৩৪। নিচের কোনটি বিরোধার্থক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?

- (ক) আয়-ব্যয়
- (খ) ছোট-বড়
- (গ) দা-কুমড়া *
- (ঘ) ধনী-দরিদ্র

বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- দ্বন্দ্ব অর্থ মিলন বা জোড়া। যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।
- দা ও কুমড়া = দা-কুমড়া হলো বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ। এরূপ আরো কিছু উদাহরণ হলো: সাপে-নেউলে।

- অপরদিকে, আয়-ব্যয়, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র এগুলো বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ। এরূপ: জমা-খরচ, লাভ-লোকসান, ছেলে-বুড়ো ইত্যাদি বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস।
- মিলনার্থক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ হলো: হাট-বাজার, ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, (নবম-দশম শ্রেণি, পুরাতন সংস্করণ)।

৩৫। বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তাকে কী বলে?

- (ক) দ্বন্দ্ব সমাস
- (খ) কর্মধারয় সমাস *
- (গ) বহুব্রীহি সমাস
- (ঘ) দ্বিগু সমাস

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে যে সমাস হয় এবং বিশেষ্য বা পরপদের অর্থের প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: খাস যে মহল = খাসমহল, যা হুঁষ্ট তা পুঁষ্ট = হুঁষ্টপুঁষ্ট।
- কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থই প্রধান। এ সমাসের ব্যাসবাক্যে যে, যিনি, যেটি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।
- কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার হয়। যেমন:
 ১. সাধারণ কর্মধারয়: কাঁচা যে কলা = কাঁচকলা।
 ২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়: স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ।
 ৩. উপমান কর্মধারয়: কুসুমের ন্যায় কোমল = কুসুমকোমল।
 ৪. উপমিত কর্মধারয়: মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র।
 ৫. রূপক কর্মধারয়: মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, (নবম-দশম শ্রেণি, পুরাতন সংস্করণ)।

৩৬। কোনটি ঈষৎ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস?

- (ক) নিরামিষ
- (খ) প্রতিবাদ
- (গ) আনত *
- (ঘ) আকণ্ঠ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ঈষৎ নত = আনত' এটি ঈষৎ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস। এরূপ হলো ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।
- আমিষের অভাব = নিরামিষ। এটি অভাব অর্থে সমাসের উদাহরণ। আরো কিছু দৃষ্টান্ত হলো: নির্ভাবনা, নির্জল, নিরুৎসাহ প্রভৃতি।
- বিরোধ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ হলো: বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল ইত্যাদি।
- পর্যন্ত অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হলো: সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপদমস্তক, কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ, মরণ পর্যন্ত = আমরণ প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, (নবম-দশম শ্রেণি, পুরাতন সংস্করণ)।

৩৭। 'পঙ্কিল' এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো-

- (ক) অশুদ্ধ
- (খ) নির্মল *
- (গ) প্রফুল্ল
- (ঘ) নিস্তেজ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পঙ্কিল' এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো নির্মল।
- নির্মল অর্থ বিমল, বিশুদ্ধ প্রভৃতি।
- অশুদ্ধ এর বিপরীত শব্দ হলো শুদ্ধ।
- প্রফুল্ল অর্থ আনন্দিত। এর বিপরীত শব্দ হলো বিমর্ষ বা ম্লান।
- নিস্তেজ এর বিপরীত শব্দ হলো সতেজ।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)

৩৮। নিচের কোনটি ভিন্ন?

- (ক) ধবল
- (খ) অসিত *
- (গ) শুক্ল
- (ঘ) সফেদ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধবল, শুক্ল, সফেদ হলো 'সাদা' এর প্রতিশব্দ। এছাড়া শ্বেত, শুভ্র, শুচি, সিত প্রভৃতি সাদার সমার্থক শব্দ।

- অপরদিকে, অসিত অর্থ হলো যা সাদা নয় অর্থাৎ কালো। এটি সাদার বিপরীত শব্দ।
- 'কালো' শব্দের সমার্থক শব্দ হলো কৃষ্ণবর্ণ, শ্যাম, শ্যামল প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)

৩৯। ইলেক চিহ্ন কোথায় ব্যবহৃত হয়?

- (ক) বাক্যে কোনো অংশ বাদ দিতে
- (খ) উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে
- (গ) সমাসবদ্ধ পদের জন্য
- (ঘ) কোনো বর্ণ বিলুপ্ত করতে *

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বুঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য লোপচিহ্ন (°) ব্যবহৃত হয়। যেমন: মাথার 'পরে জ্বলছে বরি' (পরে = ওপরে)। এখানে ও বিলুপ্ত হয়ে ইলেক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।
- বাক্যের মধ্যে ইলেক চিহ্নের (°) জন্য থামার প্রয়োজন হয় না।
- অপরদিকে, বাক্যের মধ্যে কোনো অংশ বাদ দিতে চাইলে ত্রিবিन्दুর ব্যবহার হয়। যেমন: তিনি রেগে গিয়ে বললেন, "তার মানে তুমি একটা।"....
- উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসে।
- সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন: জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, (নবম-দশম শ্রেণি পুরাতন সংস্করণ)।

৪০। নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান নয়?

- (ক) মুমূর্ষু
- (খ) শবরী
- (গ) বিভীষিকা
- (ঘ) খেসারৎ*

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: খেসারৎ।
- খেসারৎ শব্দের শুদ্ধ রূপ- খেসারত।

- বিদেশি শব্দের বাংলা বানানে সর্বদা 'পূর্ণ-ত' বসবে; খণ্ড-ৎ নয়। তবে তৎসম শব্দের বানানে 'ত' এবং 'খণ্ড-ৎ' উভয়ের ব্যবহার আছে। কিছু বিদেশি শব্দের উদাহরণ- খেসারত, আদালত, আমানত, কিসমত, কেয়ামত, কৈফিয়ত, তফাত, তবীয়ত ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)।

৪১। নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?

- (ক) মহীমাণিত
- (খ) মহিমান্বিত
- (গ) মহিমান্বিত*
- (ঘ) মহীমান্বিত

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর— মহিমান্বিত।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের শুদ্ধ রূপ দেওয়া হলো— মহিরুহ, ভদ্রাসন, পুতুলিকা, বিদ্রূপ, অধ্যবসায়, গডুলিকা, উন্মীলিত, নিরপরাধ, সান্ত্বনা ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: আধুনিক বাংলা অভিধান (বাংলা একাডেমি)।

৪২। নিচের কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- (ক) আমার বড় দুরবস্থা*
- (খ) আমার বড় দুৰাবস্থা
- (গ) আমার বড় দূরবস্থা
- (ঘ) আমার বড় দুরাবস্থা

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর—শুদ্ধ বাক্য—আমার বড় দূরবস্থা।
- উপরিউক্ত বাক্যে 'দুরবস্থা' বানানটি অধিকাংশ মানুষ ভুল করে। ফলে বাক্যও ভুল হয়।
- বানানটি সন্ধিজাত দুঃ + অবস্থা = দূরবস্থা।
- সহজে মনে রাখার উপায় হলো- দূরত্ব বোঝানো হলে 'দূ' হবে। যেমন- দূরালোচন, দূরবীক্ষণ, দূরদৃষ্টি, অদূর ইত্যাদি।

- আর দূরত্ব না বোঝালে 'দু' হবে। যেমন- দুর্নাম, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুরন্ত ইত্যাদি।

৪৩। নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?

- (ক) গ্রীহস্ত
- (খ) গৃহস্থ*
- (গ) গ্রীহস্থ
- (ঘ) গৃহস্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-শুদ্ধ বানান-গৃহস্থ।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ বানান- দৃষণ, দুস্পাপ্য, শিরশ্ছেদ, অহর্নিশ, গণনা, গণিকা, শোণিত, অতিথি ইত্যাদি।

৪৪। 'সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত'-বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?

- (ক) গুরুচণ্ডালী দোষ
- (খ) বিদেশি শব্দ দোষ
- (গ) দুর্বোধ্যতা দোষ
- (ঘ) বাহুল্য দোষ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- বাহুল্য দোষ।
- 'সকল শিক্ষকগণ আজ উপস্থিত'— এ বাক্যে বাহুল্য দোষ ঘটেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করলেই বাহুল্য দোষ ঘটে এবং বাক্য তার যোগ্যতা হারায়। এ বাক্যে দুবার 'সকল' ও 'গণ' বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।
- বাক্যটির সঠিক রূপ হলো: সকল শিক্ষক আজ উপস্থিত।
- তৎসম শব্দের সাথে দেশীয় শব্দের প্রয়োগে গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটে। যেমন: গরুর গাড়ি না ব্যবহার করে গরুর শকট ব্যবহার করা।
- অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা নষ্ট হয়।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণি, পুরাতন সংস্করণ)।

৪৫। 'তাতে সমাজ জীবন চলে না'- এ বাক্যটির অস্থিবাচক রূপ কোনটি?

- (ক) তাতে সমাজ জীবন চলে

- (খ) তাতে না সমাজ জীবন চলে
(গ) তাতে সমাজ জীবন অচল হয়ে পড়ে*
(ঘ) তাতে সমাজ জীবন সচল হয়ে পড়ে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- তাতে সমাজ জীবন অচল হয়ে পড়ে।
- নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে পরিবর্তনের নিয়ম—
 - i) অর্থের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
 - ii) 'না'- বোধক অব্যয় উঠিয়ে দিতে হবে।
 - iii) 'না'- বোধক বাক্যের মূল বিশেষ্য বা বিশেষণ পদটির বিপরীতার্থক পদ ব্যবহার করতে হবে।
- যেমন—
 - নেতিবাচক: তাতে সমাজজীবন চলে না।
অস্তিবাচক: তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে।
 - নেতিবাচক: প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
অস্তিবাচক: প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।
 - নেতিবাচক: মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
অস্তিবাচক: মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।

তথ্যসূত্র: উচ্চতর বাংলা ভাষারীতি (ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ),
প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)।

৪৬। 'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি'। এটি কোন ধরনের বাক্য?

- (ক) যৌগিক
(খ) সরল
(গ) জটিল*
(ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- 'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশে মাটি'।—এটি একটি জটিল বাক্য।

- যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমন—
 - i) খাটি সোনার চাইতে খাটি, আমার দেশের মাটি।
 - ii) যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে।
 - iii) তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।
- গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার। যথা— সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য।
- অর্থ অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার। যথা— বিবৃতিমূলক, প্রশ্নসূচক, ইচ্ছাসূচক, বিস্ময়সূচক ও আদেশসূচক বাক্য।
- যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন—
 - * পুকুরে পদ্মফুল জন্মে
 - * রাজু বই পড়ে
- পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্রবাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য। যেমন—
 - i) নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে; কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।
 - ii) আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

৪৭। নিচের কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

- (ক) সূর্য উদয় হয়েছে
- (খ) সূর্য উদীত হচ্ছে
- (গ) সূর্য উদয়মানিত হয়েছে
- (ঘ) সূর্য উদিত হয়েছে*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর—সূর্য উদিত হয়েছে।

- সাধারণত কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও 'করা' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও 'হওয়া' ক্রিয়ার রূপ ধারণ করে। যেমন—

অশুদ্ধ বাক্য: সূর্য উদয় হয়েছে।

শুদ্ধ বাক্য: সূর্য উদিত হয়েছে।

অশুদ্ধ বাক্য: তার কথা প্রমাণ হয়েছে।

শুদ্ধ বাক্য: তার কথা প্রমাণিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ), বাংলা ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ (বাংলা একাডেমী)।

৪৮। নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান?

(ক) নিরভিমানী

(খ) নির্জ্ঞান*

(গ) নির্দোষী

(ঘ) নিরোগী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর— নির্জ্ঞান।
- নির্জ্ঞান এর অশুদ্ধ রূপ নির্জ্ঞানী।
- সমাসঘটিত অশুদ্ধি: সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমবার এক বচনের রূপ হিসেবে বাংলায় ধনী, গুণী, মানী, পাপী ইত্যাদি হয়। কিন্তু নিঃউপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে শব্দের শেষে ঙ্গ-কার হয় না। যেখানে ধনী, গুণ, মান, পাপ ইত্যাদি শব্দের সমান হয়। যেমন— নেই ধন যার = নির্ধন, নেই গুণ যার = নির্গুণ, নেই পাপ যার = নিষ্পাপ। নির্ধনী, নির্গুণী, নিষ্পাপী ইত্যাদি অশুদ্ধ।
- সুতরাং নিরভিমানী, নির্দোষী ও নিরোগী শব্দের শুদ্ধরূপ হবে— নিরভিমান, নির্দোষ ও নিরোগ। এরূপ— নিরপরাধ, নিরহংকার ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)।

৪৯। 'সম্প্রদান' কারক রাখার পক্ষে কে মতামত দিয়েছিলেন?

(ক) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ*

(খ) সুনীতিকুমার

(গ) রাজা রামমোহন রায়

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্প্রদান কারক উঠিয়ে দেওয়াকে অযৌক্তিক মনে করেন।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদান কারক বাদ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন।
- অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না; কারণ কর্মকারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে করা যায়।
- সম্প্রদান অর্থ যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়।
- সম্প্রদান কারকের উদাহরণ— ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর), বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

৫০। ‘বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।’- এ বাক্যে ‘জলকে’ কোন কারকে কোন বিভক্তি?

(ক) কর্মে ২য়া

(খ) করণে ৪র্থী

(গ) নিমিত্তার্থে ৪র্থী*

(ঘ) কর্তায় ২য়া

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- ‘বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।’- এ বাক্যে ‘জলকে’ নিমিত্তার্থে ৪র্থী। নিমিত্তার্থ বোঝালে ৪র্থী বিভক্তি হয়।
- বিভক্তি: বাক্যস্থিত একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের সম্পর্ক সাধনের জন্য শব্দের সাথে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন— আমি বাড়িতে যাব। এ বাক্যে বাড়ি + তে = বাড়িতে ‘তে’ বিভক্তি।
- কিছু সম্প্রদান কারকের উদাহরণ—
 - i) সৎ পাত্রে কন্যা দান কর।
 - ii) সমিতিতে চাঁদা দাও।
 - iii) অন্ধজনে দেহ আলো।

- বি. দ্র. স্বত্বত্যাগ না করে দিলে কর্মকারক হবে। যেমন— ধোপাকে কাপড় দাও।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

৫১। অপ্ৰাণিবাচক শব্দে কোন বিভক্তি হয়?

- (ক) চতুর্থী
- (খ) সপ্তমী
- (গ) শূন্য*
- (ঘ) তৃতীয়া

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর— অপ্ৰাণিবাচক শব্দের উত্তর 'কে' বা 'রে' বিভক্তি হয় না, শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন— কলম দাও।
- বাক্যস্থিত একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের সম্পর্ক সাধনের জন্য শব্দের সাথে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন— রাতের আকাশ; নদীতে নৌকা; রাজার আদেশ ইত্যাদি বাক্যাংশের রাত + এর = রাতের, নদী + তে = নদীতে, রাজা + র = রাজার শব্দের এর, তে, র হলো বিভক্তি।
- বিভক্তি প্রধানত দু প্রকার। যথা— নাম বা শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি।
- নাম বা শব্দের সাথে যুক্ত বিভক্তিকে নাম বা শব্দ বিভক্তি বলে। যেমন— হাত + এর = হাতের। এখানে 'এর' নাম বা শব্দ বিভক্তি।
- বাংলায় নাম বা শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। যথা— প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, ও সপ্তমী।
- ক্রিয়ার সাথে যুক্ত বিভক্তিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। যেমন— কর্ + এ = করে। এখানে 'এ' ক্রিয়া বিভক্তি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণী), প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)।

৫২। 'কান্ত' – শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

- (ক) মালিক*
- (খ) তনয়
- (গ) অবলা

(ঘ) সবিতা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- কান্ত এর সমার্থক শব্দ মালিক। এরূপ- অধিপতি, প্রভু, রাজা, পতি, নৃপতি, ভূপতি, ভূপাল, নাথ ইত্যাদি।
- তনয় এর সমার্থক শব্দ: পুত্র, ছেলে, সুত ইত্যাদি।
- অবলা এর সমার্থক শব্দ: নারী, মহিলা, রমনী, মেয়ে ললনা, কামিনী, আওরাত ইত্যাদি।
- সবিতা এর সমার্থক শব্দ- সূর্য, আদিত্য, রবি, তপন, প্রভাকর, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু মার্তন্ড, পৃষণ, অংশুমান, মিহির, বিভাবসু দিনেশ ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)।

৫৩। 'উবী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) অখিল*

(খ) অদ্রি

(গ) গন্ধবহ

(ঘ) বারীশ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- উবী এর সমার্থক শব্দ অখিল। এরূপ পৃথিবী, ধরা, ধরণী, বসুন্ধরা, ক্ষিতি, মহী, মেদেনী, মর্ত্যলোক, সংসার ইত্যাদি।
- অদ্রি এর সমার্থক শব্দ- পাহাড়, গিরি, অচল, শৈল, শিখরী, নগ ইত্যাদি।
- গন্ধবহ এর সমার্থক শব্দ- বায়ু, বাতাস, অনিল, পবন, হাওয়া, সমীর, বাত, মারুত, মরুৎ ইত্যাদি।
- বারীশ এর সমার্থক শব্দ- সাগর, রত্নাকর, জলধি, বারিধি, অর্ণব, পয়োধি, পারাপার, পয়োনিধি, পাথার ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)।

৫৪। যেকোনো পদ হওয়ার প্রধান শর্ত কী?

(ক) সন্ধি হওয়া

(খ) উপসর্গ যুক্ত হওয়া

(গ) বিভক্তি যুক্ত হওয়া*

(ঘ) প্রত্যয় প্রকৃতি যুক্ত হওয়া

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- যেকোনো পদ হওয়ার প্রধান শর্ত বিভক্তি যুক্ত হওয়া।
- বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।
- পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার। যথা- সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।
- সব্যয় পদ আবার চার প্রকার। যথা- বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া।
- সুতরাং মোট পদ সংখ্যা পাঁচ। যথা- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়।
- বাক্যস্থিত একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের সম্পর্ক সাধনের জন্য শব্দের সাথে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন— বাড়ির কাজ, ছাদের উপর ইত্যাদির 'এর' হলো বিভক্তি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণি, পুরাতন সংস্করণ)।

৫৫। 'দেখা' শব্দটি কোন পদের উদাহরণ?

(ক) ক্রিয়া

(খ) ক্রিয়া বিশেষণ

(গ) বিশেষ্য*

(ঘ) সর্বনাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- দেখা শব্দটি ভাববাচক বিশেষ্য।
- যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন—
 - * গমন = যাওয়ার ভাব বা কাজ
 - * দর্শন = দেখার কাজ
 - * ভোজন = খাওয়ার কাজ
 - * শয়ন = শোয়ার কাজ ইত্যাদি
- বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বুঝায় তাদের বিশেষ্য পদ বলে। অর্থাৎ কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন— হৃদয়, টাকা, নিলয়, হিমালয়, বই, পাখি, সমিতি, সৌরভ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

- বিশেষ্যপদ ছয় প্রকার। যথা— ১. সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য, ২. জাতিবাচক বিশেষ্য, ৩. বস্তুবাচক বিশেষ্য, ৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য, ৫. ভাববাচক বিশেষ্য ও ৬. গুণবাচক বিশেষ্য।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণী)।

৫৬। 'কৃতী সন্তান' বিশেষণটি কীভাবে গঠিত?

(ক) অব্যয়জাত

(খ) ক্রিয়াজাত

(গ) কৃদন্ত*

(ঘ) তদ্ধিতান্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর— 'কৃতী সন্তান' বিশেষণ শব্দটি কৃদন্ত। এরূপ— জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ, হাত সম্পত্তি, অতীত কাল ইত্যাদি।
- যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন— ভালো ছাত্র, চলন্ত গাড়ি, নীল আকাশ, হাজার লোক, মেটে কলসি ইত্যাদি।
- অব্যয়জাত বিশেষণ: আচ্ছা মানুষ, উপরি-পাওনা, হঠাৎ বড়লোক ইত্যাদি।
- ক্রিয়াজাত বিশেষণ: হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।
- তদ্ধিতান্ত বিশেষণ: জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠোপথ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

৫৭। নাম বিশেষণ কত প্রকার?

(ক) ৮

(খ) ২

(গ) ১০*

(ঘ) ৬

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর— নাম বিশেষণ দশ প্রকার। যথা— ১. রূপবাচক, ২. গুণবাচক, ৩. অবস্থা, ৪. সংখ্যাবাচক, ৫. ক্রমবাচক, ৬. পরিমাণবাচক,

৭. অংশবাচক, ৮. উপাদানবাচক, ৯. প্রশ্নবাচক, ১০. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক বিশেষণ।

- যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাদের বিশেষণ পদ বলে।
- বিশেষণ পদ দু প্রকার। যথা— নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।
- যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য, বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন— সে রূপবান ও গুণবান।
- ভাব বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্যপদকে বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ।
- ভাব বিশেষণ চার প্রকার। যথা— ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ, অব্যয় বিশেষণ ও বাক্যের বিশেষণ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, (৯ম-১০ম শ্রেণী, পুরাতন সংস্করণ)।

৫৮। 'কৃশানু'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

- (ক) রাকেশ
- (খ) ইরা
- (গ) সংগ্রাম
- (ঘ) বায়ুসখা*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- কৃশানু শব্দের সমার্থক শব্দ বায়ুসখা। এরূপ- অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন, সর্বভুক, অগ্নি, আগুন, বৈশ্বানর, ইত্যাদি।
- রাকেশ এর সমার্থক শব্দ: চন্দ্র, সোম, হিমাংশু, মৃগাক্ষ, রজনীকান্ত, শীতাংশু, সুধাংশু, বিধু শশী, শশধর, শশাক্ষ, সুধাকর, নিশাপতি ইত্যাদি।
- ইরা এর সমার্থক শব্দ: পানি, জল, সলিল, নীর, উদক ইত্যাদি।
- সংগ্রাম এর সমার্থক শব্দ: যুদ্ধ, লড়াই, সমর, আহব, জঙ্গ ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (হায়াৎ মামুদ)।

৫৯। 'আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুসম বণ্টন।' - উক্তিটি কোন কবির?

- (ক) সৈয়দ শামসুল হক

(খ) নির্মলেন্দু গুন

(গ) হুমায়ুন আজাদ

(ঘ) সমর সেন*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর – ‘আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন।’ উক্তিটি সমর সেনের।
- সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁকে আধুনিক যুগের নাগরিক কবি বলা হয়।
- তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ-কয়েকটি কবিতা(১৯৩৭), নানা কথা(১৯৪২), খোলা চিঠি(১৯৪৩), তিন পুরুষ(১৯৪৪) ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড.সৌমিত্র শেখর)।

৬০। নিচের কোন উক্তিটি আহসান হাবীবের?

(ক) রাত বেশী, এইবার চলি তবে স্যার?*

(খ) একটু খানি স্নেহের কথা, একটু ভালোবাসা

(গ) মার চোখে নেই অশ্রু কেবল

(ঘ) কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নিরবে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: ‘রাত বেশী, এইবার চলি তবে স্যার।’- উক্তিটি কবি আহসান হাবীবের ‘ধন্যবাদ’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
- আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) পিরাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ – ‘ছায়া হরিণ (১৯৬২), সারা দুপুর(১৯৬৪), আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, যাবো, দু’হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০) ইত্যাদি।
- উপন্যাস: অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২): রানী খালের সাঁকো (১৯৬৫)।
- একটুখানি স্নেহের কথা, একটু ভালোবাসা (আবুল হোসেন মিয়া)
- মার চোখে নেই অশ্রু কেবল (মোহাম্মাদ মনিরুজ্জামান)
- কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নিরবে (অক্ষয় কুমার বড়াল)

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড.সৌমিত্র শেখর)

৬১। ভারত ভাগের পর বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্য পত্রিকা কোনটি?

- (ক) পূর্বমেঘ
(খ) নতুন কবিতা
(গ) কবিতা
(ঘ) নয়া সড়ক*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর- ভারত ভাগের পর বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্য পত্রিকা হলো-নয়া সড়ক।
- ১৯৪৮ সালে আবু জাফর শাসসুদ্দীন ও মোহাম্মদ নাসির আলির যৌথ সম্পাদনায় 'নয়া সড়ক' (বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা) পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
- বাংলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা লেখক এ পত্রিকায় লিখতেন।
- পূর্বমেঘ (১৯৬০) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তফা নূরউল ইসলাম। এটি সাহিত্য পত্রিকা ছিল।
- 'নতুন কবিতা' (১৯৪৯), পত্রিকার সম্পাদক ছিল আবদুর রশীদ খান ও আশরাফ সিদ্দিকী। এটি সাহিত্য পত্রিকা ছিল।
- 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকাটি সাহিত্য পত্রিকা ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড.সৌমিত্র শেখর)।

৬২। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী?

- (ক) বানভট্ট
(খ) সুনন্দ
(গ) মৌমাছি
(ঘ) সুবচনী*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম সুবচনী। নীহাররঞ্জন গুপ্তের ছদ্মনাম বানভট্ট বা দাদাভাই।
- সুনন্দ: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম সুনন্দ।
- বিমল ঘোষের ছদ্মনাম মৌমাছি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড.সৌমিত্র শেখর)

৬৩। কবি গোলাম মোস্তফার উপাধি কী ছিল?

(ক) দুঃখবাদী কবি

(খ) কাব্য সুধাকর*

(গ) বাংলার স্কট

(ঘ) স্বপ্নাতুর কবি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-কবি গোলাম মোস্তফার উপাধি ছিল কাব্য সুধাকর।
- কবি গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) জন্ম ঝিনাইদহ জেলায়।
- তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ-বনি আদম, বুলবুলিস্তান, বিশ্বনবী, ইসলাম ও কমিউনিজম ইত্যাদি
- যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উপাধি ছিল দুঃখবাদী কবি।
- বঙ্কিমচন্দ্রের উপাধি বাংলার স্কট এবং সাহিত্য সম্রাট।
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উপাধি ছিল স্বপ্নাতুর কবি। 'স্পেন বিজয়, রায়নন্দিনী, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁকে অনলপ্রবাহের কবিও বলা হয়।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (ড. উৎপল তালুকদার)

৬৪। কুমারখালী থেকে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়?

(ক) শিখা

(খ) ধূমকেতু

(গ) পূর্বশা

(ঘ) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে বাংলার প্রথম মফস্বল পত্রিকা 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয়।
- এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। এটি মাসিক পত্রিকা ছিল।
- ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা। এর প্রথম সম্পাদক ছিল আবুল হোসেন। এটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।
- ১৯২২ সালে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় "ধূমকেতু" পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

- পূর্বাশা (১৯৩২) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। এটি কুমিল্লা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড.সৌমিত্র শেখর)।

৬৫। 'সত্যপীর' খ্যাত কোন সাহিত্যিক?

- (ক) মীর মশাররফ হোসেন
- (খ) আবুল ফজল
- (গ) সৈয়দ মুজতবা আলী*
- (ঘ) মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: সৈয়দ মুজতবা আলীর ছদ্মনাম সত্যপীর। প্রিয়দর্শী, ওমর খৈয়াম, মুসাফিরও তাঁর ছদ্মনাম।
- সৈয়দ মুজতবা আলীর বিখ্যাত গ্রন্থ-দেশে বিদেশে, অবিশ্বাস্য, শবনম, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, চাচাকাহিনী ইত্যাদি।
- মীর মশাররফের ছদ্মনাম উদাসীন পথিক, গাজী মিয়াঁ, গৌড়তটবাসী মশা।
- আবুল ফজলের ছদ্মনাম শমসের উল আজাদ
- মোহাম্মদ জহিরুল্লাহর ছদ্মনাম জহির রায়হান

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৬৬। 'বাঙ্গালির হাসির গল্প'- বইয়ের লেখক কে?

- (ক) সৈয়দ মুজতবা আলী
- (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- (গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
- (ঘ) জসীম উদদীন*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: 'বাঙ্গালির হাসির গল্প'- বইয়ের লেখক পল্লিকবি জসীমউদদীন। বিখ্যাত 'কবর' কবিতার রচয়িতা তিনি।
- জসীম উদদীনের (১৯০৩-১৯৭৬) জন্ম ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে।

- তাঁর বিখ্যাত গাথা কাব্যগ্রন্থ- নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), কাব্যগ্রন্থ-রাখালী (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫৮), ও সুচয়নী (১৯৬১) ইত্যাদি।
- The field of the Embroidered quilt' নামে তার বিখ্যাত গাথাকাব্য 'নক্সীকাঁথার মাঠ' অনুবাদ করেন ই.এম. মিলফোর্ড।
- সৈয়দ মুজতবা আলী হলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ:- দেশে-বিদেশে, অবিশ্বাস্য, শবনম, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, চাচা-কাহিনী, টুনি মেম ইত্যাদি।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) হলেন বাংলা উপন্যাসের জনক। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রথম বাংলা সার্থক উপন্যাস।
- বিখ্যাত উপন্যাসসমূহ-দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয় ইত্যাদি।
- আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস।
- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ছিলেন ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ।
- তাঁর গবেষণা কর্মগুলো-সিদ্ধা+চার্য কাহ্নপার গীত ও দোহা, বাংলা সাহিত্যের কথা, বৌদ্ধ মর্মবাদী গান, ভাষাতত্ত্ব: ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।
- তাঁর অমরকীর্তি 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (বাংলা একাডেমি) সম্পাদনা।
- তিনি 'আঙ্গুর' (১৯২০), দি পীস (১৯২৩), বঙ্গভূমিক (১৯৩৭), তকবীর (১৯৪৭) পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৬৭। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক বিয়োগান্তক নাটকের নাম কী?

(ক) বসন্তকুমারী

(খ) পদ্মাবতী

(গ) কৃষ্ণকুমারী*

(ঘ) শর্মিষ্ঠা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক বিয়োগান্তক নাটক হলো কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।
- 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক-শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী।
- 'শর্মিষ্ঠা' প্রথম সার্থক নাটক।
- 'মেঘনাদবধ' প্রথম সার্থক মহাকাব্য।
- 'বসন্তকুমারী' নাটকের রচয়িতা মুসলিম নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক-জমীদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয়, টানা অভিনয় ইত্যাদি।
- 'বিষাদসিন্ধু' ইতিহাস আশ্রিত মীর মশাররফের উপন্যাস।
- 'রত্নাবতী' মশাররফের প্রবন্ধগ্রন্থ।
- 'গো-জীবন' মশাররফের প্রবন্ধগ্রন্থ।
- গাঁজী মিয়ার বস্তানী, আমার জীবনী, কুলসুম জীবনী, মীর মশাররফের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৬৮। নিচের কোনটি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস?

(ক) রাজসিংহ

(খ) সীতারাম

(গ) আনন্দমঠ

(ঘ) রজনী*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-'রজনী' একটি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস।
- 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসের রচয়িতা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সমূহ: দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), মৃনালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), আনন্দমঠ(১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৭), সীতারাম(১৮৮৭), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), ইন্দিরা (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর(১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২) ইত্যাদি।

- রজনী' উপন্যাসের নায়িকা রজনী। তাঁর সাথে লর্ড লিটন প্রণীত 'দি লাস্ট ডেজ অফ পম্পেই' নামক উপন্যাসের নিডিয়া চরিত্রের কিছুটা মিল আছে।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।
- হিন্দুর বাহুবল ও বীরত্ব বর্ণিত আছে-রাজসিংহ ও আনন্দমঠ উপন্যাসে।
- আনন্দমঠ উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৬৯। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে?

- (ক) আহসান হাবীব
- (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
- (গ) মোহাম্মদ নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন
- (ঘ) কায়কোবাদ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর: কবি কায়কোবাদকে বলা হয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি।
- কবি কায়কোবাদের জন্ম (১৮৫৭-১৯৫১) ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায়।
- তাঁর প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরেশী।
- বাঙ্গালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য 'মহাশ্মশান (১৯০৫)' রচনা করেন।
- 'অশ্রুমালা' -কায়কোবাদের গীতিকাব্য।
- কায়কোবাদের অন্যান্য কাব্য-বিরহ বিলাপ, কুসুমকানন, শিবমন্দির, অমিয়ধারা, ইত্যাদি।
- কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন তাঁর উপাধি।
- আহসান হাবীবের কাব্যগ্রন্থ-ছায়াহরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, দু'হাতে দুই আদিম পাথর, রাত্রিশেষ ইত্যাদি।
- কাজী নজরুল ইসলাম: অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণি-মনসা, জিজ্ঞির, সন্ধ্যা, প্রলয় শিখা ইত্যাদি।
- মোহাম্মদ নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন মূলত ঔপন্যাসিক।

- তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস-আনোয়ারা, চাঁদতারা বা হাসান গঙ্গা বাহমনি, পরিণাম, গরীবের মেয়ে, দুনিয়া আর চাই না ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭০। 'পদ্মা' -চতুর্দশপদী কবিতার কবি কে?

(ক) ফররুখ আহমদ*

(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(গ) কায়কোবাদ

(ঘ) সৈয়দ আলী আহসান

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-'পদ্মা'- চতুর্দশপদী কবিতার কবি হলেন- কবি ফররুখ আহমদ।
- ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) এর জন্ম মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে।
- চতুর্দশপদী কবিতা হলো ১৪ চরণ বিশিষ্ট কবিতা।
- 'পদ্মা' কবিতাটি কবির 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- ফররুখ আহমদের সনেট সংকলনের নাম 'মুহূর্তের কবিতা'।
- ফররুখ আহমদকে বলা হয় মুসলিম রেনেসাঁর কবি।
- ফররুখ আহমদ 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্য ইউনেস্কো (১৯৬৬) পুরস্কার লাভ করেন।
- 'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।
- হাতেমতায়ী (১৯৬৬) তাঁর কাহিনী কাব্য।
- নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১) তাঁর কাব্যনাট্য।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা 'চতুর্দশপদী' বা সনেট কবিতার জনক।
- তিনি প্রথম 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি' (১৮৬৬) নামক সনেট সংকলন করেন।
- মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্য সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক।
- মধুসূদন দত্তকে প্রথম আধুনিক কবি/বিদ্রোহী কবি বলা হয়।
- কায়েকোবাদ বাঙ্গালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট কবিতা রচনা করেন।

- সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন আধুনিক যুগের অন্যতম কবি।
- তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ: অনেক আকাশ (১৯৫৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪), সহসা সচকিত (১৯৬৫), উচ্চারণ (১৯৬৮), সমুদ্রেই যাবো ইত্যাদি।
- 'আমার সাক্ষ্য' (১৯৯৪) তাঁর আত্মজীবনী।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭১। মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যগুরু কে ছিলেন?

- (ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- (খ) দীনবন্ধু মিত্র
- (গ) কাঙ্গাল হরিনাথ*
- (ঘ) কায়কোবাদ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-মীর মশাররফের সাহিত্যগুরু ছিলেন কাঙ্গাল হরিনাথ।
- মীর মশাররফ (১৮৪৭-১৯১১) এর জন্ম কুষ্টিয়া জেলায় লাহিনীপাড়া গ্রামে।
- কাঙ্গাল হরিনাথের সম্পাদনায় 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় কাজের সময় তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন।
- মীর মশাররফ হোসেন আজীজন্নেহার ও হিতকরী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
- 'রত্নাবতী' তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ। যা মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গদ্যগ্রন্থ ছিল।
- এর উপায় কি? -তাঁর প্রহসন।
- বসন্তকুমারী (১৮৭৩), জমীদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয়, টানা অভিনয় তাঁর বিখ্যাত নাটক।
- 'বিষাদ-সিন্ধু' তাঁর ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস।
- 'গো-জীবন' তাঁর প্রবন্ধ।
- 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯), আমার জীবনী (১৯১০), কুলসুম জীবনী (১৯১০) তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সনেটের জনক।
- তাঁর সনেট সংকলনের নাম-'চুতর্দশপদী কবিতাবলি'।

- তিনি প্রথম মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' রচনা করেন।
- তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক ও বিদ্রোহী কবি।
- নাট্যকার দীনন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক নীলদর্পণ।
- তাঁর অন্যান্য নাটকসমূহ: নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী, জামাই বারিক, লীলাবতী ইত্যাদি।
- কায়কোবাদ ছিলেন মূলত কবি। তাঁর 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭২। 'আকাশ-প্রদীপ'-কাব্যগ্রন্থটি কাকে উৎসর্গ করা হয়?

- (ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত*
- (খ) জগদীশচন্দ্র বসু
- (গ) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
- (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আকাশ-প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করা হয়।
- বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে "খেয়া" -কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উৎসর্গ করেন।
- নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে 'তাসের দেশ' নাটকটি রবি ঠাকুর উৎসর্গ করেন।
- কাজী নজরুল ইসলামকে 'বসন্ত' নাটকটি রবি ঠাকুর উৎসর্গ করেন।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭৩। ত্রিশের দশকে রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে গিয়ে কবিতা রচনা করেন কে?

- (ক) প্রেমেন্দ্র মিত্র
- (খ) অমিয় চক্রবর্তী *
- (গ) সিকান্দার আবু জাফর
- (ঘ) সকলেই

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- বাংলা কবিতায় আধুনিকতার পথিকৃৎ পঞ্চপান্ডবদের অন্যতম একজন হলো অমিয় চক্রবর্তী।
- ত্রিশের দশকে রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে গিয়ে যারা কবিতা রচনা করেন তাদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী অন্যতম।
- তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো: 'কবিতাবলী', 'উপহার', 'খসড়া', 'এক মুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'অভিজ্ঞান বসন্ত', 'পারাপার', 'পালাবদল', 'হারানো অর্কিড', 'অনিঃশেষ' প্রভৃতি।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা হলো 'বাংলাদেশ'।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭৪। নিচের কোনটি বিষ্ণু দে রচিত প্রবন্ধ?

- (ক) সন্দীপের চর
- (খ) সাহিত্যের ভবিষ্যৎ *
- (গ) সাত ভাই চম্পা
- (ঘ) চোরাবালি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯২৩ সালে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে যে সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল কবি বিষ্ণু দে তার একজন দিশারী।
- 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৬৮) বিষ্ণু দে রচিত একটি প্রবন্ধ।
- তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ গুলো হলো: 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা', 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি।
- তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ গুলো হলো: 'উর্বশী ও আর্টেমিস', 'চোরাবালি', 'পূর্বলেখ', 'সাত ভাই চম্পা', 'সন্দীপের চর' প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭৫। 'কবিতার কথা' কোন ধরনের গ্রন্থ?

- (ক) উপন্যাস
- (খ) প্রবন্ধ *
- (গ) পত্রিকা

(ঘ) কাব্যগ্রন্থ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'কবিতার কথা' বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বাঙ্গালী কবি জীবনানন্দ দাশের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ যা তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।
- 'কবিতার কথা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬২ সালে। এতে তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত পনেরটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল।
- তাঁর 'কবিতার কথা' শিরোনামে মুদ্রিত প্রবন্ধের প্রথম বাক্যাংশ হলো "সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।"
- তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো: 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা', 'রূপসী বাংলা' প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭৬। নিচের কোন কাব্যটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত?

(ক) স্বগত

(খ) কুলায় ও কালপুরুষ

(গ) ক্রন্দসী

(ঘ) সংবর্ত *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিংশ শতকের ত্রিশ দশকের যে পাঁচ জন কবি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে আধুনিকতার সূচনা ঘটান তাদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ (১৯০১-১৯৬০) অন্যতম।
- তাঁর 'সংবর্ত' কাব্যটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত।
- অপরদিকে 'ক্রন্দসী' হলো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রচিত কাব্যগ্রন্থ। এর বিষয়বস্তু হলো প্রেমের রূঢ় নিষ্ঠুরতা।
- 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' হলো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি গদ্যগ্রন্থ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭৭। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন?

(ক) তন্ত্রী *

(খ) অর্কেস্ট্রা

(গ) ক্রন্দসী

(ঘ) উত্তর ফাল্গুনী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'তন্ত্রী' (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- এতে তাঁর প্রথম যৌবনের আবেগ অভিব্যক্ত হয়েছে। এই কাব্যের বিখ্যাত কবিতা হলো 'শ্রাবণ বন্যা' এবং 'বর্ষার দিনে'।
- তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হলো: 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী', 'উত্তর ফাল্গুনী', 'সংবর্ত' প্রভৃতি।
- তিনি দুটি গদ্য রচনা করেন: 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ'।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭৮। সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত ভ্রমণকাহিনী কোনটি?

(ক) পথে প্রবাসে

(খ) তুরস্ক ভ্রমণ

(গ) দেশে-বিদেশে *

(ঘ) বুলগেরিয়া ভ্রমণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী হলো 'দেশে বিদেশে' (১৯৪৯)।
- এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ। লেখক আফগানিস্তানের কাবুলে ভ্রমণ করে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তারই বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এই গ্রন্থে।
- তাঁর অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে রয়েছে 'জলে ডাঙ্গায়', 'ভবঘুরে ও অন্যান্য', মুসাফির প্রভৃতি।
- তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস: 'অবিশ্বাস্য', 'শবনম', 'শহর-ইয়ার' ইত্যাদি।
- তাঁর রম্যরচনা হলো 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠ', 'কত না অশ্রুজল'।
- অপরদিকে, 'পথে প্রবাসে' অন্তদাশঙ্কর রায়ের ভ্রমণকাহিনী।

- 'তুরস্ক ভ্রমণ' ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং বুলগেরিয়া ভ্রমণ ড. মুহম্মদ এনামুল হক রচিত ভ্রমণকাহিনী।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৭৯। কোন উপন্যাস রচনার জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন?

(ক) ইচ্ছামতি *

(খ) অশনি সংকেত

(গ) পথের পাঁচালী

(ঘ) আরণ্যক

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইচ্ছামতি' উপন্যাসের জন্য মরণোত্তর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন।
- 'ইচ্ছামতি' (১৯৪৯) উপন্যাসটি ইচ্ছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রামে প্রচলিত কুসংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগরণ এবং নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা নিয়ে রচিত।
- অপরদিকে, বিভূতিভূষণ রচিত 'অশনি সংকেত' (১৯৫৯) উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত।
- 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- 'আরণ্যক' উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে অরণ্যচারী মানুষের জীবন।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, (ড. সৌমিত্র শেখর)।

৮০। 'তাহেরা' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কোন রচনার চরিত্র?

(ক) চাঁদের অমাবস্যা

(খ) লালসালু

(গ) তরঙ্গভঙ্গ

(ঘ) বহিপীর *

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- 'তাহেরা' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'বহিপীর' নাটকের প্রধান একটি চরিত্র।

- এ নাটকে ধর্মকে কীভাবে ভণ্ড বহিপীর নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগিয়েছে তাই ফুটে উঠেছে।
- এই নাটকের অন্যান্য চরিত্র গুলো হলো: বহিপীর, হাসেম, হাতেম প্রমুখ।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত অন্যান্য নাটক হলো: 'তরঙ্গভঙ্গ', 'সুড়ঙ্গ', 'উজানে মৃত্যু'।
- চাঁদের অমাবস্যা তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। এর প্রধান চরিত্র হলো: আরেফ আলী, কাদের আলফাজ উদ্দিন।
- 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের প্রধান চরিত্র: আমেনা, মতলব আলী।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।